দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...১...

বঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন এক গৃহবধূ

■ ফুলবাড়ি (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

অধিকার বঞ্চিত ও অবহেলিত আদিবাসী শিশুসহ বাঙালি শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন ফুলবাড়ির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ গৃহবধূ পাওলিনা দিদি। যদিও তার নাম পাওলিনা হেমব্রম। কিন্তু এলাকাবাসীসহ শিশুদের কাছে তিনি পাওলিনা দিদি নামেই পরিচিত।

পাওলিনা হেমব্রম স্কুল জীবন থেকেই শিশুদের লালন-পালন করতে খুব পছন্দ করতেন। এসএসসি পাস করার পর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। বিয়ে হয় উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ আলুরডাঙ্গা গ্রামের নরেন মার্ডির সঙ্গে। সংসারে দুই ছেলে আসলেও বড় ছেলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ছোট ছেলে ৭ম শ্রেণিতে পড়ছে। বিয়ের পর পাওলিনা নতুন বউ হয়ে গ্রামে আসলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই শুরু হয় শিশুদের নিয়ে লেখাপড়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আদিবাসী শিশুদের নিয়ে নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় চলে লেখাপড়ার কাজ। এতে সম্মতি ছিল স্বামী নরেন মার্ডির। এরই মধ্যে ১৯৮৮ সালে বেসরকারি সংস্থা কারিতাস ওই গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করে গঙ্গাপ্রসাদ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। লক্ষ্য ছিল এলাকার ঝরে পড়াসহ অবহেলিত শিশুদের স্কুলমুখি করে তোলা। এখানেও অগ্রণী ভূমিকা পালনের ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসেন পাওলিনা হেমব্রম। তার সঙ্গে যোগ দেন স্বামী নরেন মার্ডি। এ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছেন মাসিক বেতন মাত্র ২৫০ টাকা।

পাওলিনা হেমব্রম বলেন, কারিতাসের আলোঘর প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিশুদের নিয়েই তিনি আছেন। বর্তমানে শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৭৬ জন শিশু পড়ছে তার কাছে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। বেতন যাই হোক না কেন অবহেলিত শিশুদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়াতে পারছেন এটাই তার বড় পাওয়া।